

💵 আল-লুলু ওয়াল মারজান

হাদিস নাম্বারঃ ৮৬৪

১৫/ হজ্জ (حما باتك)

পরিচ্ছেদঃ ১৫/৮৫. মদীনার মর্যাদা, সেখানকার মাল সম্পদে বারাকাতের জন্য নবী (ﷺ) এর দু'আ, সে স্থান হারাম হওয়া, সেখানে শিকার করা, বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ এবং এর হারামের সীমারেখা।

فضل المدينة ودعاء النبي صلَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها

আরবী

حديث أنس بن مَالِك، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبِي طَلْحَةَ الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّمَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلُ الْهَمِّ وَالْحَرُنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلُ الْهَمِّ وَالْحَرْنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ فَلَمْ أَزَلُ الْهَمِّ وَالْحَرْفُهُ وَلَاعَ فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحوِّى الْمَدِينَةِ بَنْتَ حُيِي، قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحوِّى وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكُلُوا، وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أَحُدُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ وَصَاعِهِمْ

বাংলা

৮৬৪. আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবৃ ত্বলহাকে বলেন, আমাদের ছেলেদের মধ্য থেকে একটি ছেলে খুঁজে আন, যে আমার খেদমত করতে পারে। এমনকি তাকে আমি খায়বারেও নিয়ে যেতে পারি। অতঃপর আর তুলহা (রাঃ) আমাকে তার সওয়ারীর পেছনে বসিয়ে নিয়ে চললেন। আমি তখন প্রায় সাবালক। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করতে লাগলাম। তিনি যখন অবতরণ করতেন, তখন প্রায়ই তাকে এই দুআ পড়তে শুনতামঃ 'হে আল্লাহ! আমি দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণভার ও লোকজনের প্রাধান্য থেকে আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি। পরে আমরা খায়বারে গিয়ে হাজির হলাম। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুর্গের উপর



বিজয়ী করলেন, তখন তাঁর নিকট সাফিয়্যাহ বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাবের সৌন্দর্যের কথা উল্লেখ করা হলো, তিনি ছিলেন সদ্য বিবাহিতা; তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করলেন।

অতঃপর তাঁকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন। আমরা যখন সাদ্দুস সাইবা নামক স্থানে পৌছলাম তখন সফিয়াহ (রাঃ) হারেয় থেকে পবিত্র হন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাঁর সঙ্গে বাসর যাপন করেন। অতঃপর তিনি চামড়ার ছোট দস্তরখানে 'হারসা' প্রস্তুত করে আমাকে আশেপাশের লোকজনকে ডাকার নির্দেশ দিলেন। এই ছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সাফিয়ার বিয়ের ওয়ালিমাহ। অতঃপর আমরা মদীনাহর দিকে রওয়ানা দিলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পেছনে চাদর দিয়ে সফিয়ায়হকে পর্দা করছেন। উঠানামার প্রয়োজন হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটের কাছে হাঁটু বাড়িয়ে বসতেন, আর সাফিয়াহ (রাঃ) তার উপর পা রেখে উটে আরোহণ করতেন। এভাবে আমরা মদীনাহর নিকটবর্তী হলাম। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এটি এমন এক পর্বত যা আমাদের ভালবাসে এবং আমরাও তাকে ভালবাসি। অতঃপর মদীনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, এই কঙ্করময় দুটি ময়দানের মধ্যবর্তী স্থানকে আমি 'হারাম বলে ঘোষণা করছি, যেমন ইব্রাহীম (আঃ) মক্কাহকে হারাম ঘোষণা করেছিলেন। হে আল্লাহ্! আপনি তাদের মুদ এবং সা'তে বরকত দান করুন।

ফুটনোট

সহীহুল বুখারী, পর্ব ৭০: খাওয়া-খাদ্য, অধ্যায় ২৮, হাঃ ২৮৯৩; মুসলিম, পর্ব ১৫ : হাজ্জ, অধ্যায় ৮৫, হাঃ ১৩৬৫

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আনাস ইবনু মালিক (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন